মানব ও জিন জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

আলাহ্ ﷻ জগতের প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন তাঁর মহান জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুযায়ী এবং এসব সৃষ্টির পিছনে আলাহ্‌র বিশেষ হেকমত (প্রজ্ঞা) ও উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। প্রতিটি মুছলমান আলাহ্‌র সেসব হেকমত ও উদ্দেশ্যকে জানতে, বুঝতে বা উপলব্দি করতে পারে কিংবা নাই পারে, সর্বাবস্থায় তার জন্য আলাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল হওয়া এবং আলাহ্‌র নিকট পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা ওয়াজিব। যদি সে আলাহ্‌র কোন হেকমত সম্পর্কে জানতে বা বুঝতে পারে তাহলে সেটা হবে তার জন্যে সোনায় সোহাগা তথা খুবই ভালো, আর যদি সেটা না জানে-না বুঝে, তথাপি তার অবশ্য করণীয় হলো আল-াহ্‌র নিকট পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা। কেননা মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি আলাহ্‌র সব হেকমত ও উদ্দেশ্য বুঝতে অক্ষম ও অপারগ। সাহাবায়ে কেরাম ক্বোরআন ও ছুন্নাহ্‌তে যতসব কাজ করার আদেশ পেতেন, তারা তা নির্দ্বিধায় খুশি মনে বিশ্বাস ও পালন করতেন। আর যতসব কাজের নিষেধ পেতেন তা থেকে নির্দ্বিধায় বিরত থাকতেন। রাছূল ﷺ তাদেরকে দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্য, প্রকাশ্য কিংবা গোপনীয় যতসব বিষয়ের সংবাদ দিতেন, তারা সে সব সংবাদকে নির্দ্বিধায় সত্য বলে বিশ্বাস ও গ্রহণ করতেন। এক্ষেত্রে তারা কখনো সে কাজের পিছনে আলাহ্ তা'আলার কি হেকমত বা উদ্দেশ্য রয়েছে, কি-ংবা তা যৌক্তিক না আযৌক্তিক, এ ধরণের কোন প্রশ্ন বা বাক্য ব্যয় করতেন না। এর একটি উত্তম দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই 'উমর ইবনুল খাত্তবের ؓ একটি কথার মধ্যে। তিনি হাজারে আছওয়াদকে (কালো পাথরকে) চুম্বন করতে যেয়ে বলেছিলেন:- (হে কালো পাথর!) আমি জানি তুমি একটি পাথর বৈ কিছুই না, কারো উপকার বা অপকার করার সাধ্য তোমার নেই। আমি যদি রাছুলকে ﷺ তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি কখনো তোমাকে চুম্বন করতাম না। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুছলিম)
মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টির পিছনে আলাহ্ ﷻ তা'আলার এক মহান হেকমত ও উদ্দেশ্য রয়েছে। আর তা হলো, তারা একমাত্র আলাহ্‌র 'ইবাদত করবে অন্য কারো নয়। আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

অর্থাৎ:- আমি জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমারই 'ইবাদত করার জন্যে। (ছুরা আয্‌যারিয়াত- ৫৬)
এ আয়াতে "আমারই 'ইবাদত করার জন্যে" (ليعبدون) কথাটির অর্থ হলো:- 'ইবাদতে আলাহ্‌র সাথে কাউকে বা কোন কিছুকে শরীক না করে খাঁটিভাবে শুধুমাত্র এক আলাহ্‌র 'ইবাদত করার জন্যে তথা 'ইবাদতে আলাহ্‌র একত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যে।
অন্য আয়াতে আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة وذلك دين القيمة .

অর্থাৎ:- তাদেরকে এছাড়া কোন আদেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আলাহ্‌র 'ইবাদত করবে, নামায ক্বায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (ছুরা আল বায়্যিনাহ্- ৫)
ক্বোরআনে কারীমে এ রকম আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যে গুলো 'ইবাদতে আলাহ্‌র সাথে কাউকে বিন্দু পরিমাণ শরীক না করে খাঁটিভাবে একমাত্র আলাহ্‌র 'ইবাদত করা ওয়াজিব প্রমাণ করে।
সুতরাং যে ব্যক্তি 'ইবাদতকে একমাত্র আলাহ্‌র জন্যে খাঁটি ও নিখাঁদ করবে না তথা 'ইবাদতে আলাহকে একক সাব্যস্ত করবে না বরং আলাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে বা কোন কিছুকে শরীক করবে, সে যত ভালো কাজই করুক না কেন তথাপি সে কাফির-মুশরিক বলে গণ্য হবে এবং তার সকল নেক কাজ বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হবে। কেননা সে 'ইবাদতে আলাহ্‌র একত্ব প্রতিষ্ঠা করেনি এবং 'ইবাদতকে আলাহ্‌র জন্যে খাঁটি করেনি। অথচ এটাই হলো 'ইবাদত আলাহ্‌র নিকট ক্ববূল হওয়ার প্রধান ও মূল শর্ত। আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

অর্থাৎ:- আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণারূপ করে দেব। (ছুরা আল ফুরকান ২৩)
এ সম্পর্কে হাদীছে ক্বোদছীতে বর্ণিত আলাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-

من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه (صحيح مسلم)

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি এমন কোন 'আমল করে, যাতে আমার সাথে কাউকে শরীক করে, তাহলে আমি তাকে এবং সে যাকে আমার সাথে অংশীদার নির্দ্ধারণ করে তাকে প্রত্যাখ্যান করি। (সহীহ মুছলিম)
(হাদীছের অর্থ এটাও হতে পারে যে, আমি তাকে এবং সে যে বিষয়ে আমার সাথে শরীক নির্ধারণ করে সে বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করি।)